দৈনিক ইত্তেফাক
JAN. 23 2002
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ...২... ৩ কলাম... ৬......

# কোথায় দাঁড়িয়ে আছে

## বিজ্ঞান মেলা

স্কুল-কলেজসমূহে বিজ্ঞান মেলা নিয়ে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রী শিক্ষকমণ্ডলী সবাই ব্যস্ত। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক-শিক্ষিকা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। ২০শে জানুয়ারী নগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে শেষ হয়েছে বিজ্ঞান সপ্তাহ। নগরীর ১৬টি স্কুল যথাক্রমে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, অগ্রণী স্কুল ও কলেজ, কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, হযরত আয়েশা (রাঃ) একাডেমী, লালমাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল, ওয়াই ডাব্লিউ সিএ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ধানমন্ডি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, বিডিআর কলেজ ও ঢাকা ইমপেরিয়াল কলেজ এ বিজ্ঞান সপ্তাহে অংশ নিয়েছিল। ৩ দিন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের আনন্দ উচ্ছ্বাসে মুখরিত ছিল পরিবেশ। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের বিষয় ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। যানজট, সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজেও বসেছিল আকর্ষণীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা। কালোধোঁয়া, পরিবেশ বিপর্যয় থেকে শুরু করে জনসংখ্যার বিস্ফোরণও তাদেরকে ভাবিয়েছে।

ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রজেক্টে গুরুত্ব পেয়েছিল বৈদ্যুতিক চুম্বক, হাইড্রোলিক প্রেস, থার্মোমিটার, লন্ডন ব্রীজ, স্বল্প খরচে গৃহ নির্মাণ, স্বয়ংক্রিয় রেলগেট, এয়ার হিটার, মিনি সাবমেরিন, অটোরেলগেট, আলু দিয়ে বিদ্যুৎ কোষ, মোটর চালিত পাম্প, বাঁশের ফ্লাক, পলিথিনের বিকল্প ব্যবহার, ফিল্টার পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধকরণ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, সুন্দরবন, ভূমিকম্প নিরোধী স্থাপত্য, বন্যামুক্ত আবাসিক প্রকল্প, বায়োগ্যাস প্লান্ট, মিনি রকেট, সাবমেরিন, রিমোট চালিত গাড়ী ও জাহাজ, গ্যাস সমস্যা, ভূকম্পন মাপার যন্ত্র, পানির অপচয় রোধক পদ্ধতি, গ্যাসবিহীন জ্বালানি চুলা, গোবর থেকে জ্বালানি তেল তৈরী, সমস্যামুক্ত ঢাকা নগরীর মডেল, আর্সেনিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়, পাতা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী, জাদুর ক্যাসেট, সাবানের বিকল্প, চালক বিহীন জাহাজ, স্বল্পমূল্যে ভোল্ট মিটার, নিরাপদ বাড়ী, যানজট ও তার প্রতিকার, গ্যাসের অপচয়রোধী চুলা, আধুনিক নগরায়নসহ অসংখ্য প্রজেক্ট উপস্থাপন করেছে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা। বিশিষ্টজনেরা তাদের প্রজেক্ট দেখেছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, চমৎকার। কেউ বলেছেন ভাল। কিন্তু কেউ বলেননি বিজ্ঞান সপ্তাহে যারা প্রজেক্ট নিয়ে আসে তারা কি সত্যই মেধাবী? যদি মেধাবী হয়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য কি আছে সুযোগ সুবিধা? নেই কোন সুযোগ সুবিধা।

গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান মেলা অথবা বিজ্ঞান সপ্তাহ যাই বলি না কেন শুধু আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পড়ে আছে। শীত এলেই দেশে উৎসব-আনন্দের রেশ পড়ে যায়। স্কুল-কলেজে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ছাত্রছাত্রীরা দৌড়ায়, গান গায়, নাচে, উপস্থিত বক্তৃতা শোনায়। ভাগ্যবান বিজয়ী কয়েকজন পুরস্কার নিয়ে বাড়ি চলে যায়। বিজ্ঞান সপ্তাহ ঠিক এরকম অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। বাৎসরিক কর্মসূচী পালন না করলে কেমন দেখায়। সারা বছর বিজ্ঞান নিয়ে কোন আলোচনা নেই। হঠাৎ তৎপরতা শুরু হয়। গত বছরের প্রজেক্টকেই নতুন করে সাজান অনেক স্কুল। তারপর নির্ধারিত দিনে সেজেগুজে হাজির হন নির্দিষ্ট স্কুলে। প্রধান অতিথি স্টল দেখতে এসে বলেন, বাহ্‌ সুন্দর হয়েছে তো। ব্যস ঐ পর্যন্ত। বিজ্ঞান সপ্তাহ শেষ। প্রজেক্টের ধারণাও শেষ। বছরের পর বছর ধরে চলছে এই কার্যক্রম। মেলা শেষে কখনও ফলোআপ করা হয় না।

একজন ছাত্র তার বুদ্ধি দিয়ে আকর্ষণীয় প্রজেক্ট হাজির করেছিল। এখন সে কেমন আছে? কি করছে? ভাবছে কি বিজ্ঞানের সেই প্রজেক্ট নিয়ে? এই ধরনের ফলোআপ কার্যক্রম কখনই নেয়া হয়নি। ফলে বিজ্ঞান শুধু আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পড়ে আছে। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর যুগে বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। অথচ আমরা মোটেই তা ভাবছি না। আনন্দ-উৎসব করার জন্য নাচ-গানই যথেষ্ট। অর্থ খরচ করে নামেমাত্র বিজ্ঞান মেলা অথবা সপ্তাহের আয়োজন করে কি লাভ হচ্ছে তা ভাবা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কথা এসে যায়। আগারগাঁওয়ের বিশাল ভবনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়ান প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের আর কত ধার করা ঐতিহ্য দেখাব? আর কতবার বলবো, এটা ওরা করেছে। এটা তারা করেছে? আমাদের অর্জন কি? এখন সেটাই দেখান দরকার, বোঝান দরকার তরুণ সমাজকে।

❑ রেজানুর রহমান